বণিক বার্তা
2 4 AUG 2025

ব্রেইনের গোলটেবিল বৈঠক

# যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইউরোপ ও আফ্রিকায় বাণিজ্য বাড়ানোর তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মার্কিন বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশে ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা ৩৭ শতাংশ শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। তবে শুল্ক হ্রাস পেলেও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ব্রেইন) আয়োজিত 'ট্রাম্প ট্যারিফ-পরবর্তী বিশ্ববাণিজ্য ও বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে গতকাল এ কথা বলেন বক্তারা। ইনোভিশন কনসাল্টিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবাইয়াৎ সারোয়ারের সঞ্চালনায় বৈঠকে অংশ নেন শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, কূটনৈতিক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাশেদ আল তিতুমীর বলেন, 'দেশের অর্থনীতিতে অনেক সম্ভাবনা, আশা, প্রত্যাশা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কর্মসংস্থান কীভাবে তৈরি করব। কীভাবে সামাজিক খাতে ও গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যয় বাড়ানো যাবে। এজন্য শিল্প খাতের বিস্তৃতি দরকার। পাশাপাশি বাণিজ্যিক পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে। ট্রাম্পের ট্যারিফে কৌশলগত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কটা গুরুত্বপূর্ণ। ভূরাজনৈতিক এ নীতিতে বাংলাদেশ খুবই মূল্যবান। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ ও আফ্রিকায় অর্থনৈতিক বিস্তৃতি বাড়াতে হবে।'

সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলে এফডিআই আসবে না বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ জিয়া হাসান। তিনি বলেন, 'আগামীতে যে সরকার আসবে, বেসরকারি খাতকে সুবিধা দিতে হবে। এখানে প্রধান কাজ সামাজিক সম্প্রীতি তৈরি, যেটা এ সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

বাণিজ্যের জন্য ব্র্যান্ড ভ্যালু যুক্ত করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ ইস্রাফিল খসরু। তিনি বলেন, 'তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে রফতানি খাত হলেও যুক্তরাষ্ট্র এটিকে মনে করে সস্তা বাজার। সে জন্য এ শিল্পের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়াতে হবে। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দক্ষ জনগোষ্ঠী ও সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া পোশাক শিল্পের পাশাপাশি কৃষি, ওষুধ, চামড়া, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, এখানে ভ্যালু যুক্ত করতে হবে।'

বিশ্ব বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নীতি শক্তিশালী করতে হবে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাডমাসের পরিচালক শামারুখ মহিউদ্দিন। তিনি বলেন, 'এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর বাণিজ্যভাবে কিছু সুবিধা আমরা হারাব। সেটি মোকাবেলায় বাণিজ্য নীতি আরো শক্তিশালী করতে হবে।'

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের ফলে মার্কিন শুল্ক ২০ শতাংশ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, 'শুল্ক ইস্যুতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূস অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজকে চেনেন। দেশটির আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরও তিনি চেনেন। এছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, তিনি ট্রেড ভালো বোঝেন। তৃতীয় সুবিধা হলো, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, যিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাট রফতানিকারক। তিনি বৈশ্বিক বাজার ভালোভাবে চেনেন, মার্কিন বাজারও তার চেনা।'

সমকাল

2 4 AUG 2025

# পাটপণ্য রপ্তানি বন্ধ ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএসএ) কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ এবং বাধ্যতামূলক পাটপণ্য ব্যবহার আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়ায় সংগঠনটি এই দাবি তোলে।

গতকাল শনিবার রাজধানীতে সংগঠনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ৪৬৪তম বোর্ডসভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজেএসএর চেয়ারম্যান তাপস প্রামাণিক।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সরকার স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর চামড়াজাত, পাটজাত, কৃষিপণ্য ও ওষুধ– এই চারটি সম্ভাবনাময় খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তাই পাট খাতেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ চালানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। পাটজাত পণ্যকে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য হিসেবে ঘোষণা ও রপ্তানি প্রণোদনা বৃদ্ধির উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

সমকাল
2 4 AUG 2025

# লিফট রপ্তানির পরিকল্পনা প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের

■ সমকাল প্রতিবেদক

## প্রপার্টি লিফটসে বিনিয়োগ ২০০ কোটি টাকা

অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আগামী বছরের মধ্যে লিফট রপ্তানির পরিকল্পনা করছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান প্রপার্টি লিফটস। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। এই লক্ষ্যে প্রপার্টি লিফটস এ খাতে ইতোমধ্যে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। গতকাল শনিবার নরসিংদীর ডাঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে প্রপার্টি লিফটসের কারখানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল।

ডাঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, শীতলক্ষ্যা নদীর কোলঘেঁষে গড়ে উঠেছে প্রপার্টি লিফটসের বিশালাকারের কারখানা। কেউ বানাচ্ছেন দরজা, কেউ সংযোজন করছেন যন্ত্রাংশ। এভাবে কারখানার ভেতরে কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ জানিয়েছে, আমদানিনির্ভর লিফটের বাজারকে দেশীয় উৎপাদনের পথে নিয়ে আসতে প্রপার্টি লিফটস এ খাতে বড় বিনিয়োগ করেছে। যেখানে বিশ্বমানের লিফট তৈরি হচ্ছে। ১৯৮৮ সাল থেকে লিফট আমদানি করে ব্যবসা শুরু করলেও প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ সালে নিজস্ব কারখানায় সীমিত আকারে উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে তারা লিফটে ব্যবহৃত ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ যন্ত্রাংশ তৈরি করছে। কারখানাটি মাসে ২৬০ ইউনিট লিফট তৈরি করতে সক্ষম। তবে এখন প্রায় ১২০টি লিফট উৎপাদন করা হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে পুরোপুরি সক্ষমতায় চলে যাবে।

আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল বলেন, দেশে ক্রমবর্ধমান লিফটের চাহিদা বাড়ছে। আমদানি করা লিফটের দাম যেমন বেশি, তেমনি পুরোনো ভবনে কাস্টমাইজড লিফট বসানোর সুযোগও সীমিত ছিল। এই বাস্তবতায় তারা লিফট উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেছেন। প্রতিবছর এ খাতে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।

প্রপার্টি লিফটসের চিফ অপারেটিং অফিসার মঈনুল ইসলাম বলেন, উৎপাদনের পাশাপাশি প্রপার্টি লিফটস বিশ্বসেরা লিফট ব্র্যান্ড কোনে, ম্যাকপুয়ার্সা ও এসআরএইচের বাংলাদেশে পরিবেশক হিসেবেও কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি এ খাতে ৪০ শতাংশের বেশি মূল্য সংযোজন করছে। মৌলিক কাঁচামাল আমদানি হলেও ফেব্রিকেশন ও অন্যান্য কাজের ৮০ শতাংশ দেশেই সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

প্রপার্টি লিফটসের কর্মকর্তারা জানান, বিশ্বমানের লিফট সরবরাহে উন্নত প্রযুক্তির মোটর ও কন্ট্রোল প্যানেলে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মান পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের ল্যাব, আধুনিক টেস্টিং ফ্যাসিলিটিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কারখানা করা হয়েছে। এতে একদিকে মান ও নিরাপত্তার দিক থেকে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, অন্যদিকে দেশে লিফট তৈরিতে মূল্য সংযোজন বেড়ে যাওয়ায় বিদেশ থেকে আমদানি করা লিফটের চেয়ে দামে সাশ্রয়ী হচ্ছে। বর্তমানে প্রপার্টি লিফটসের কারখানায় ২১০ জন কর্মী কাজ করছেন এবং ইনস্টলেশন ও সার্ভিসিংয়ের জন্য এক হাজারের বেশি মানুষ যুক্ত। তবে সারাদেশে নিরাপদ লিফট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও পাঁচ হাজার কর্মী নিয়োগ করার পরিকল্পনাও রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

জানা গেছে, প্রপার্টি লিফটস ছাড়াও দেশে বর্তমানে লিফট তৈরি করছে ওয়ালটন। দেশে প্যাসেঞ্জার লিফট, কার্গো লিফট, হাসপাতাল লিফট, হোম লিফট, ক্যাপসুল লিফট, হাইড্রোলিক লিফট ও সিজার লিফট পাওয়া যায়। ধারণক্ষমতা ও ফিচারের ওপর ভিত্তি করে এসব লিফটের দাম ১৫ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত। সমমানের আমদানি করা লিফটের তুলনায় দেশে উৎপাদিত লিফটের দাম ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা কম। তবে ব্যবহার হওয়া লিফটের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ এখনও আমদানিনির্ভর।

সংশ্লিষ্টদের মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে লিফটের বাজার ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার, যেখানে বছরে গড়ে সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ইউনিট লিফট বিক্রি হয়। বর্তমানে লিফটের চাহিদা মূলত ঢাকাসহ বড় বড় নগরকেন্দ্রিক। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে লিফটের চাহিদা ৪৫ শতাংশ, চট্টগ্রামে ২০ শতাংশ। দাম কমলে এবং উৎপাদন বাড়লে লিফটের চাহিদা আরও বাড়বে।

তারা বলছেন, দেশীয় কোম্পানিগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা বাড়লে এবং সরকার থেকে নীতি সহায়তা পাওয়া গেলে এই শিল্প আরও বিকশিত হবে। এছাড়া দেশীয় কোম্পানিগুলো বড় আকারে উৎপাদনে গেলে দেশের লিফট বাজারের প্রবৃদ্ধি বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ হবে এবং তা অন্তত পাঁচ বছর ধরে রাখা সম্ভব হবে। বৈশ্বিক বাজারেও শক্ত অবস্থান করে নিতে পারবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

24 AUG 2025

# Exports stuck in EU, US orbit

## Bangladesh's two-thirds of shipments still head to Western markets

SOHEL PARVEZ

For years, policymakers and businesses have talked about diversifying the country's export basket and destinations. Yet little has changed. Despite generous government incentives, shipments rely heavily on a few products and markets.

And, readymade garments account for more than 82 percent of total export earnings. The European Union and the United States together take over two-thirds of those exports.

In the recently concluded fiscal year (FY) 2024-25, their combined share slipped only slightly to 62 percent of the record $48 billion-plus shipments, down from 65 percent three years earlier.

Last year, the EU alone absorbed 44 percent, thanks largely to duty-free and quota-free access for least developed countries, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

"The deeper reason is not simply that firms prefer those destinations; it is that our export basket remains overwhelmingly garment-centred, and we have too few competitive, scalable products outside apparel to push meaningfully into new markets," said Mohammad Abdur Razzaque, chairman of local think tank Research and Policy Integration for Development (RAPID).

"When product variety is narrow, market variety cannot expand in any durable way. Hence, even with cash incentives for 'non-traditional' destinations, the aggregate geography barely shifts," said the economist.

The government sees incentives as "a strategic tool" to drive export growth.

In FY 2024-25, it set aside Tk 7,830 crore, a 6 percent rise from the previous year. Over the past five years, exporters have received around Tk 35,000 crore in support, according to finance ministry data.

Currently, incentives are offered on 43 products. To encourage shipments outside the traditional markets like the EU, the United Kingdom, the USA and Canada, the government provides a 2 percent incentive to apparel exporters.

But analysts are divided over how effective the support really is.

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue (CPD), said, "It is important to examine whether the incentive really yields any benefit.

Because of the export concentration in garments, two-thirds of that goes to the sector, he said.

"But it should be reversed. Incentives for exports should be target-oriented, market-specific, and impact-oriented. But what we see is that a lot of incentives are given because of demands from pressure groups, associations, lobbyists and even specific companies."

Meanwhile, Razzaque said the pull of global demand explains the imbalance.

He said, "The EU and the US are the world's largest, most sophisticated consumer markets, with dense buyer networks, established compliance regimes, and the capacity to absorb large and regular orders."

"For Bangladeshi firms, especially those producing fast, repeat apparel runs, these markets offer scale, reliability,

IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯

The Daily Star

"When product variety is narrow, market variety cannot expand in any durable way. Hence, even with cash incentives for 'non-traditional' destinations, the aggregate geography barely shifts," said the economist.

The government sees incentives as "a

apparel exporters.

But analysts are divided over how effective the support really is.

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue (CPD),

demands from pressure groups, associations, lobbyists and even specific companies."

Meanwhile, Razzaque said the pull of global demand explains the imbalance.

He said, "The EU and the US are the world's largest, most sophisticated consumer markets, with dense buyer networks, established compliance regimes, and the capacity to absorb large and regular orders."

"For Bangladeshi firms, especially those producing fast, repeat apparel runs, these markets offer scale, reliability,

The Daily Star

and predictable standards. It is therefore unsurprising that policy nudges alone have not altered the destination mix: the centre of global demand pulls, and our current capabilities align with that pull," said the RAPID chairman.

Razzaque, who follows international trade closely, pointed out that many non-garment sectors face difficulties meeting quality and safety standards abroad.

He said domestic weaknesses in certification, testing and recognition abroad add to the problem, raising costs and slowing

access to markets. "In short, non-RMG exports are squeezed by capability deficits and standard frictions; until these are addressed, scale-up in diverse products will remain difficult."

He added that high logistics costs, bottlenecks, poor inland transport and weak risk management further undercut competitiveness.

The country's lack of free trade agreements and reliance on high tariffs to protect domestic firms also discourages outward-looking growth, according to the economist.

"Elevated prices behind

the tariff wall, combined with buoyant demand in a rapidly growing economy, make the domestic market more attractive than the rigours of export competition," he said.

Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said exports have increased in Australia, Japan and India.

Hoque believes that only incentives will not work. "Continuous efforts to build new markets are also necessary. We have made huge efforts to develop the market in Japan. We need to target specific markets

and make continuous efforts."

Selim Raihan, executive director of the South Asian Network on Economic Modeling (Sanem), said Bangladesh should expand its portfolio beyond garments.

"Bangladesh should invest in developing exportable products beyond RMG, such as light engineering, agro-processed goods, electronics, and IT services, that appeal to a broader global audience. Trade diplomacy needs to be strengthened to forge free trade agreements or reduce tariff barriers with

emerging markets in Asia, Latin America, and Africa," he said.

He added that government support should be better targeted, backed by market research and capacity-building, so exporters can break into new destinations.

Moazzem of CPD agreed, as he said that instead of making incentives end-market-oriented, the country should make them supply-chain-oriented.

He said, "We need to frame a sectoral supply-chain policy incorporating the import of raw materials, manufacturing, and end-market."

Md Anwar Hossain, immediate vice-president of the Export Promotion Bureau (EPB), said foreign investment and an improved business environment are key to diversification.

Hossain said, "We should design policy support in tune with the support given by other countries. Our duty and customs procedures should be made easy, and lead time should be reduced to ensure speed to market."

"If import duty is reduced and exporters are given a level playing field, many products will become competitive," he added.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

2 4 AUG 2025

# পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কমিশন হবে

**বিশেষ প্রতিনিধি,** *ঢাকা*

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নতুন করে যৌথ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কমিশন গঠন করবে। এ ছাড়া দুই দেশ মিলে কার্যকর করবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ ইকোনমিক কমিশন, যা দেড় দশকের বেশি সময় ধরে অকার্যকর ছিল।

সচিবালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের সফররত বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খানের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এ কথা বলেন। বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নাজনীন কাউসার চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'উভয় পক্ষে খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবছর ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করে, যার মধ্যে খাদ্যপণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য হচ্ছে ১৫ বিলিয়ন ডলারের। আমাদের মধ্যে খাদ্য ও কৃষির মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি-রপ্তানি বেশি হতে পারে।'

কৃষি, খাদ্যপণ্য ও ফল আমদানি এবং আনারস ও চামড়া রপ্তানি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'স্থানীয়ভাবে চিনি উৎপাদনে সক্ষমতা বাড়াতে পাকিস্তানের সহায়তা চেয়েছি। একসময় পাকিস্তান আমাদের এক কোটি কেজি চা রপ্তানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা দিত। তা আবার বহাল করার অনুরোধ করেছি।'

১০ বছর ধরে বাংলাদেশের হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের ওপর অ্যান্টিডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে রেখেছে দেশটি। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'এটা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেছি।'

বাংলাদেশ পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকছে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা সবার দিকেই ঝুঁকছি। পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছি। ভারত থেকেও পেঁয়াজ আনছি। সবার আগে দেখছি বাংলাদেশের স্বার্থ।'

বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ-পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সব সময়ই পাকিস্তানের পক্ষে। সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আমদানি করেছে প্রায় ৭৯ কোটি ডলারের পণ্য। এর বিপরীতে পাকিস্তানে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে মাত্র ৮ কোটি ডলারের পণ্য।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

# Bangladesh's export needs to diversify to mid-tech sectors

## Says top HSBC official in an interview with The Daily Star

2 4 AUG 2025

Aditya Gahlaut

The Daily Star

**AHSAN HABIB**

Bangladesh should widen its export base within and beyond the ready-made garment industry by moving into mid-tier technology sectors, said Aditya Gahlaut, head of Asia for Global Trade Services at HSBC.

In an interview with The Daily Star during his recent visit to Dhaka, he said exports are vital to the economy, not only for the foreign currencies but also for employment.

He said the country now remains heavily dependent on cotton garments, while global demand is shifting towards man-made fibres.

"There is obviously a need to diversify within the ready-made garment space, and there are markets which are unexplored, whether it is Southeast Asia or the Middle East," Gahlaut said.

He argued that Bangladesh, like many other Asian economies, must look beyond garments and develop low to mid-tech industries. "Because, firstly, you have a comparative advantage in this sector and secondly, it generates employment."

Sectors such as footwear, toys, machine tools, agricultural products and bicycles, he noted, can provide

### TAKEAWAYS FROM INTERVIEW

**Export diversification**

- Bangladesh must expand beyond garments
- World demand is shifting from cotton to man-made fibres
- Country remains heavily dependent on cotton garments
- Big export opportunities lie in Southeast Asia and the Middle East
- Sectors like footwear, toys, bicycles, and machine tools can drive jobs and growth

**Trade policy**

- High import tariffs are hurting innovation and efficiency
- Free trade agreements are crucial as LDC graduation looms

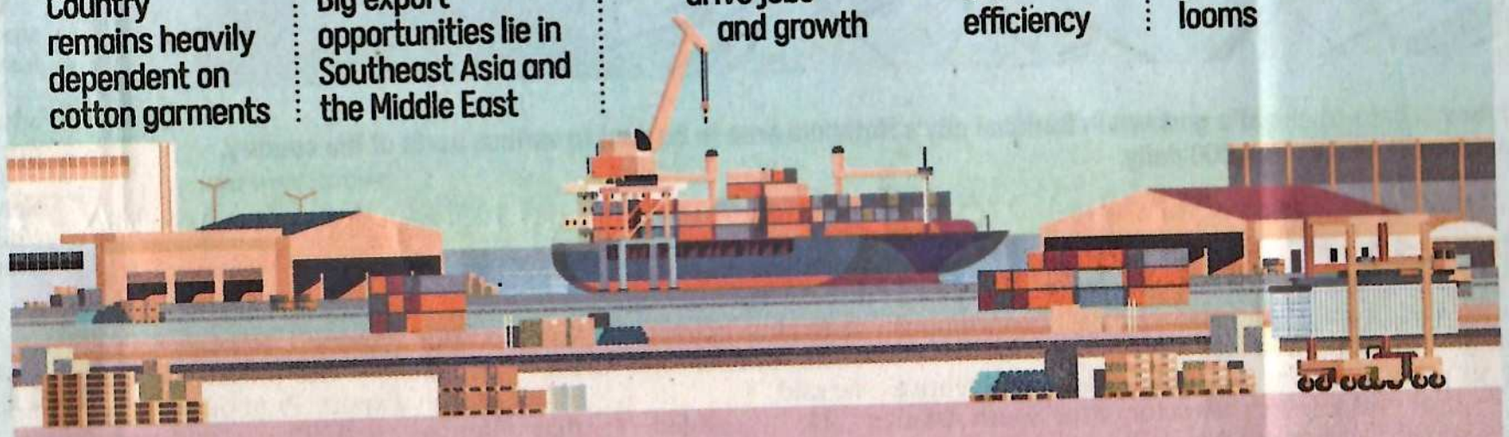

**Global trade trends**

- Supply chains now prioritise resilience and sustainability alongside cost
- 'China Plus One' strategy opens big opportunities for Bangladesh
- Services trade is growing twice as fast as goods trade, driven by digital use

"If you look at how China grew its manufacturing, it first focused on

last five years; supply chain decisions are made based on three parameters

change, he added.

Once uncertainty clears,

while global demand is shifting towards man-made fibres.

"There is obviously a need to diversify within the ready-made garment space, and there are markets which are unexplored, whether it is Southeast Asia or the Middle East," Gahlaut said.

He argued that Bangladesh, like many other Asian economies, must look beyond garments and develop low to mid-tech industries. "Because, firstly, you have a comparative advantage in this sector and secondly, it generates employment."

Sectors such as footwear, toys, machine tools, agricultural products and bicycles, he noted, can provide both jobs and export growth if given proper attention.

**"There is obviously a need to diversify within the ready-made garment space, and there are markets which are unexplored, whether it is Southeast Asia or the Middle East," said Aditya Gahlaut, head of Asia for Global Trade Services at HSBC.**

As the region's largest trade bank, HSBC helps clients diversify their businesses. But Gahlaut pointed out high import tariffs, which he said had long stifled innovation in South Asia.

"If you have a high import tariff and you protect domestic industry, what also happens is you prevent domestic industries from becoming efficient from innovating because they know they have some sort of protection."

He said tariffs are an important source of government revenue, yet lowering them will ultimately make local firms more competitive.

He pointed to China as an example.

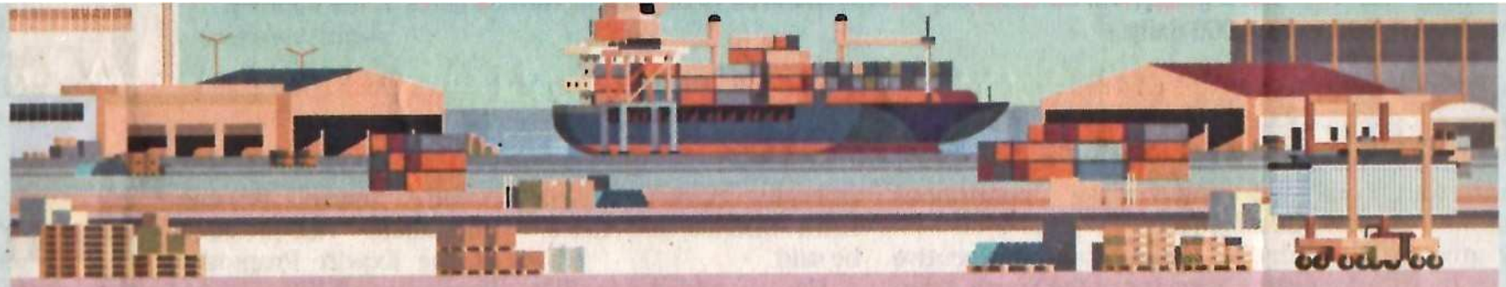

**Global trade trends**

**Supply chains now prioritise resilience and sustainability alongside cost**

**'China Plus One' strategy opens big opportunities for Bangladesh**

**Services trade is growing twice as fast as goods trade, driven by digital use**

"If you look at how China grew its manufacturing, it first focused on backwards participation, where producers import intermediate inputs and then use them to produce the final goods and then export."

Over time, Chinese companies mastered the technology to make those inputs themselves and shifted towards forward participation, focusing on intermediate goods while final assembly moved abroad.

Turning to Bangladesh's upcoming graduation from the least developed country club next year, he said free trade agreements are essential if the nation hopes to sustain growth, especially in garments.

On the global outlook, Gahlaut said tariffs have become central to short-term economic discussions. "We are now at a position where we see the dust settling a bit with multiple countries' reciprocal rates already announced."

Although uncertainty remains high since not all sectoral tariffs have been disclosed, he said. "When there is uncertainty, the one thing businesses do not do or corporates do not do is invest."

But he argued that shifts in world trade had begun long before US reciprocal tariffs came into play.

"Twenty years back, a corporation's decision to purchase from somewhere was based on one parameter, which was cost. It has changed during the last five years; supply chain decisions are made based on three parameters now. Efficiency is still one of them. Resilience is the second thing. The third thing is sustainability from a different lens."

He said supply chains are also being reshaped by the "China Plus One" strategy, where firms reduce reliance on China by expanding into other countries. "That is a big opportunity for corporations in a lot of markets, including Bangladesh."

Another change, he said, is demand-side resilience, as companies try to position themselves closer to consumers. This, in turn, will fuel growth in partnerships, joint ventures and contract manufacturing.

He also mentioned the rapid expansion of trade in services, which has been growing twice as fast as goods trade.

"As people are converting a good, a physical product, into a service offering. It is just how people now have started to consume things."

For instance, Gahlaut said people are not buying CDs anymore, but they subscribe to Apple Music, Spotify, etc. Ten years from now, people will consume a car instead of buying it. That is how the younger generation operates.

While tariffs might dominate the headlines, long-term trends such as digitisation, consumer behaviour and sustainability would continue to drive change, he added.

Once uncertainty clears, companies will have to diversify into new markets and build new relationships. European and US firms want to remain linked to Asian supply chains, while Asian companies themselves are looking outward, Gahlaut said.

"In this situation, our ability to support them is much higher."

HSBC, he said, operates in 18 Asian countries and accounts for 90 percent of their trade flows. It is the region's largest trade bank, more than twice the size of its nearest competitor.

"We are pretty strong in trade, and for us this is actually playing in our hands."

Banks, he said, have an important role to play in helping clients navigate uncertainty. Demand for receivable finance is already rising as companies seek to protect themselves against buyer risk.

HSBC has also invested heavily in digital solutions, with most transactions now processed online. Tools such as HSBC TradePay and Supply Chain Finance cut paperwork and speed up funding.

Digital lending based on e-commerce data is another area the bank has expanded, making cross-border trade faster, safer and more inclusive, he said.

HSBC's profit in Bangladesh rose almost 9 percent year-on-year to Tk 1,086 crore in 2024.

The Daily Star

2 4 AUG 2025

# Pakistan assures direct ship movement with Bangladesh

**BSS,** *Ctg*

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin and Pakistan's Commerce Minister Jam Kamal Khan yesterday visited Chattogram Port and expressed satisfaction over the progress and improvements made at the country's prime seaport.

They observed the port's operational activities and overall performance.

During the visit, Chattogram Port Authority (CPA) Chairman Rear Admiral SM Moniruzzaman briefed them on the current state of the port, including container and cargo handling, labour management, foreign investment, and automation.

He said the port handled a record number of containers last year, while the vessel waiting time has been reduced to zero to two days and the average ship turnaround time has also been decreased significantly.

The port has also achieved remarkable progress in the areas of automation and digitalisation, he said.

The Pakistani commerce minister lauded the port's advancement.

He noted how reputed private port operators are also engaged in Pakistan, such as Hutchison Port Group at Karachi Port Trust, Abu Dhabi Port Authority at a bulk terminal, and DP World at Port Qasim under long-term contracts.

He assured that necessary steps would be taken for enhancing export-import and the introduction of direct ship movement between Bangladesh and Pakistan.

The Financial Express
24 AUG 2025

# Adviser Bashir, Pak Minister Kamal Khan visit Ctg Port

CHATTOGRAM, Aug 23 (BSS): Commerce Adviser Sk Bashir Uddin along with Federal Commerce Minister of Pakistan Jam Kamal Khan visited Chattogram Port and expressed their satisfaction over the improvement and progress achieved by the country's prime seaport.

Commerce Adviser and his Pakistani counterpart made the visit on Friday afternoon and witnessed extensively the overall operational activities and performance of the port.

During the visit, Chairman of the Chattogram Port Authority (CPA) Real Admiral SM Moniruzzaman briefed the ministers on present state of the port including container and cargo handling, labor management, foreign investment and automation.

CPA Chairman also apprised them that the port handled record number of container last year, waiting time of vessels brought down at zero to 2 days while on an average turned around time of ships declined significantly.

The port has also achieved remarkable progress in the areas of automation and digitalisation, he said.

Pakistan Commerce Minister expressed satisfaction over the advancement and progress of the Ctg port activities.

He pointed out the engagement of reputed private port operators in Pakistan's different ports saying Hutchison Port Group has been engaged in operating a container terminal of Karachi Port Trust, Abu Dhabi Port Authority has been operating a bulk terminal while DP World is conducting operational activities at Port Kashim under long term contractual basis.

He assured of undertaking necessary steps for enhancing export-import and introduction of direct ship movement between Bangladesh and Pakistan.

Commerce and Investment Attache of Pakistan High Commission in Dhaka Zain Aziz, Commercial Officer Wakas Yasin, Additional Secretary of Commerce Ministry Dr. Naznin Kawser Chowdhury and Director of Bay Terminal Project of Ctg Port Commodore Mahfuzur Rahman were present during the visit.

The Financial Express

2 4 AUG 2025

# Jute spinners demand raw jute export ban, mandatory jute packaging

FE REPORT

The Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) Saturday has called for a ban on raw jute exports and full enforcement of the mandatory jute packaging law.

The association has raised this demand as export of jute and jute goods has been steadily declining in the international market.

The decision came at the 464th board meeting of the association held on the day at its conference room in the city, chaired by BJSA Chairman Tapas Pramanik.

The meeting was informed that while the global demand for jute goods was falling, raw jute exports were making it difficult for local mill owners to purchase raw jute at fair prices.

Middlemen were also creating an artificial crisis by hoarding raw jute during the harvest season.

On top of this, suspension of exports through Indian land ports and the imposition of anti-dumping duties on jute goods put the sector in further trouble.

The meeting has decided that since the government has identified four promising sectors -- leather goods, jute goods, agricultural products, and pharmaceuticals -- for special priority after Bangladesh's graduation from the least developed country (LDC) club, the jute sector must also be developed with the highest priority attached to it.

The association has stressed speedy implementation of the ongoing initiative to declare jute goods as agro-processed products and increase export incentives.

It also has recommended that the committee formed under the Jute Directorate ensure proper pricing, payment, and supply of jute sacks while fully enforcing the Jute Packaging Act 2010 so that supply and demand are not disrupted.

To resolve the issue of export through land ports, BJSA and BJMA (Bangladesh Jute Mills Association) agreed to jointly appeal to the concerned government authorities.

The meeting also has supported a complete ban on raw jute export in the present context.

Speakers at the meeting have said that if the law is strictly enforced and raw jute exports are stopped, the jute industry will be revitalized and export growth can be regained.

*tonmoy.wardad@gmail.com*

2 4 AUG 2025 The Financial Express

# A quick review of FY25 import scenario

***The decline in imports of capital goods by 10 per cent last fiscal year highlights the sluggishness in the overall industrial activities in the country***

*writes*
***Asjadul Kibria***

After a sharp decline in the two consecutive years, the import of goods in the country registered a modest growth last fiscal year (FY25). Though to all appearances it looks positive, a deeper look into the overall import trend would reveal that it is a disturbing development.

Imports, in terms of clearing and forwarding (C&F) value, stood at US$68.35 billion last fiscal year, which was $66.72 billion in FY24. In terms of free on board (FOB), the value of imports was $64.34 billion and $63.24 billion, respectively in FY25 and FY 24. On average, the FOB value of imports is around $4 billion less than the C&F value.

Under the C&F arrangement, the exporter bears the cost and freight from the port of shipment to the port of destination, and the importer bears the cost of insurance and all other shipping charges from the port of destination to the final destination. If the exporter also bears insurance cost, it becomes a CIF arrangement.

Again, under the FoB (Free on Board) arrangement, the exporter bears the cost of delivering items to the nearest port, but then the importer is responsible for the shipping and all the other charges.

For imports valuation, the United Nations (UN) International Merchandise Trade Statistics (ITMS) use a CIF-type valuation. The Balance of Payments and International Investment Position Manual, sixth edition (BPM6) of the International Monetary Fund (IMF) opts for an FOB-type valuation for both imports and exports. That's why in the balance of payment table, values of both the exports and imports of goods are calculated in FoB terms.

growth in the last fiscal year, statistics recorded by the customs authority showed that the imports of food grains and consumer goods posted double-digit growth.

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI), in its

grains stood at 1.04 million tonnes, recording around 16 per cent growth in imports.

However, there is a significant discrepancy in the rice output data. The agriculture ministry has consistently reported a higher rice output, a practice that gained

of these industries. Bangladesh Bank, in its monthly update of the major economic indicators, asserted: "The upward move, especially in imports of intermediate goods, highlights a rejuvenation of economic activities across key industries during the comparative timeframe."

arrangement, the exporter bears the cost of delivering items to the nearest port, but then the importer is responsible for the shipping and all the other charges.

For imports valuation, the United Nations (UN) International Merchandise Trade Statistics (ITMS) use a CIF-type valuation. The Balance of Payments and International Investment Position Manual, sixth edition (BPM6) of the International Monetary Fund (IMF) opts for an FOB-type valuation for both imports and exports. That's why in the balance of payment table, values of both the exports and imports of goods are calculated in FoB terms.

The World Trade Organization (WTO) uses CIF valuation for imports, which means transaction value plus the cost of transportation and insurance to the frontier of the importing country or territory. For export, it follows FOB valuation, meaning transaction value, including the cost of transportation and insurance to bring the merchandise to the frontier of the exporting country or territory.

So, Bangladesh customs applies the CIF valuation for goods imported from abroad, whereas Bangladesh Bank uses FoB for the BoP table. Nevertheless, the value of imports of goods is generally expressed in CIF or C&F terms.

During the last fiscal year, the exchange rate of the Bangladesh Taka against the US dollar depreciated by 3.89 per cent, compared to the depreciation of 8.17 per cent in FY24. The moderate depreciation of local currency against the greenback made imports less costly in comparison to FY24, when sharp depreciation made exports more attractive and imports more expensive.

Though imports registered a modest growth in the last fiscal year, statistics recorded by the customs authority showed that the imports of food grains and consumer goods posted double-digit growth.

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI), in its 'Review of Economic Situation in Bangladesh: Q4 of FY25' said: "The increase in imports could mostly be attributed to a significant rise in intermediate goods import, especially goods related to readymade garments (RMG), and a rise in food grains import."

The rise in food grain imports was due to a manifold jump in the import of rice in the last fiscal year. The total value of rice imports reached $682.4 million in FY25, which was only $25.4 million in FY24, and the second highest since FY18 when the country had paid $1746 million for importing the staple food.

Import of wheat, however, declined by 20 per cent last fiscal year. Food ministry statistics showed that the combined output of food grains (rice and wheat) fell short of the target by 1.26 million tonnes and reached 42.96 million tonnes last fiscal year, marking a 2.60 per cent increase over FY24. Of this, rice production stood at 41.92 million tonnes, which was only 3 per cent higher than the previous fiscal year. The lower output of rice drove the surge in imports last fiscal year when the total volume of imports of food grains stood at 1.04 million tonnes, recording around 16 per cent growth in imports.

However, there is a significant discrepancy in the rice output data. The agriculture ministry has consistently reported a higher rice output, a practice that gained momentum during the now-ousted Hasina regime. This was part of an effort to manufacture various economic performance indicators and establish a more positive picture of development.

A rise in imports of consumer goods by 15 per cent last year was mainly due to a surge in imports of edible oil by 24 per cent and pulses by 34 per cent, driven by increased demand and a price hike in the international market.

Imports of overall intermediate goods increased last fiscal year, recording a modest growth of 2.80 per cent over FY24. As intermediate goods cover around 60 per cent of the total imports of goods, they are the dominant factor in setting the direction of imports in the country.

Though imports of RMG-related intermediate goods increased significantly, there was a decline in imports of petroleum goods and other intermediate goods, including chemicals, fertilisers, iron, steel and other base metals. The decline indicates lower demand due to a slowdown in the production activities of these industries. Bangladesh Bank, in its monthly update of the major economic indicators, asserted: "The upward move, especially in imports of intermediate goods, highlights a rejuvenation of economic activities across key industries during the comparative timeframe."

However, the decline in imports of capital goods by 10 per cent last fiscal year clearly showed the sluggishness in the overall industrial activities in the country. Capital goods, having a 14 per cent share of total imports of goods, generally reflect investments in infrastructure and machinery to bolster long-term productive capacity.

In other words, the fall in imports of capital goods indicates that there is a slowdown in the country's investment situation. It is also reflected in the provisional statistics of the gross domestic product (GDP), released by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), which showed that the investment-GDP ratio declined slightly to 30.70 per cent last fiscal year from 30.90 per cent in FY24. So, rebounding of investment in the current fiscal year is a big challenge and progress in this regard will also be reflected gradually in the rise in imports of intermediate and capital goods.

*asjadulk@gmail.com*